কুরআন হাদীসের আলোকে

কিশোর গল্প

মোশাররফ হোসেন খান

রহমত পাবলিকেশন্স, ঢাকা

কুরআন-হাদীসের আলোকে

কিশোর গল্প

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে

কিশোর গল্প

মোশাররফ হোসেন খান

রহমত পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে কিশোর গল্প

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশক

মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম রহমত উল্লাহ

রহমত পাবলিকেশন্স

কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর - ২০০৪

©

প্রকাশক

প্রচ্ছদ

মামুন বেপারী

আর.আই.এস ডিজাইন সেন্টার

বর্ণবিন্যাস

সুরভী কমপ্রিন্ট

বুকস্ অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১৮৯-৪০৯৬১২

মুদ্রণ

আল-মানার প্রিন্টার্স

সুত্রাপুর ঢাকা-১১০০

পরিবেশক

কাঁটাবন বুক কর্ণার

কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৬৬ ০৪৫২

গাজীপুর ইসলামী বুক সেন্টার

ঈদগাহ মসজিদ মার্কেট, গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর।

ফোন ঃ ৯২৬ ৪১৮৩

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

www.pathagar.com

বিষয়সূচী

০১.	প্রাসাদের মালিক	০৯
০২.	শাস্তির উপঢৌকন	১২
০৩.	মিথ্যা কসম	১৪
০৪.	সবচেয়ে দরিদ্র	১৫
০৫.	জুলুমের শাস্তি	১৬
০৬.	প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেল	১৮
০৭.	বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে	১৯
০৮.	মূর্ছা গেলেন শাসক হিশাম	২০
০৯.	থমকে গেলেন হযরত হাসান	২১
১০.	বীর এবং বীরাঙ্গনা	২২
১১.	তাঁবুর ভেতর আলোর মিছিল	২৩
১২.	প্রতিদ্বন্দ্বী	২৫
১৩.	আতাহিয়ার চিঠি	২৬
১৪.	স্বপ্ন, কিন্তু সত্যের অধিক	২৭
১৫.	পাঁচজন জ্ঞানীর দশটি উপদেশ	৩০
১৬.	কারাবন্দি পিতা-পুত্র	৩১
১৭.	শহীদের মা	৩২
১৮.	ছায়ার নিচে সাত ব্যক্তি	৩৩
১৯.	দরবেশ এবং সুলতান	৩৪
২০.	পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও	৩৫
২১.	সে বেহেশতে প্রবেশ করবে	৩৬
২২.	প্রতিবেশীর প্রতি আচরণ	৩৭
২৩.	অন্যায়ের প্রতিবাদ	৩৮
২৪.	প্রতিশোধ	৩৮

www.pathagar.com

বিষয়সূচী

২৫.	জাহান্নাম ও জান্নাতের বিতর্ক	৪২
২৬.	অহংকার পতনের মূল	৪৩
২৭.	মায়ের খুশিতেই আল্লাহ খুশি	৪৪
২৮.	মুমিন এবং মুনাফিকের উদাহরণ	৪৭
২৯.	অভিশপ্ত পাঁচ ব্যক্তি	৪৭
৩০.	যেমন বীজ তেমন ফল	৪৮
৩১.	মদখোরের শাস্তি	৪৯
৩২.	মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া	৫০
৩৩.	শয়তানের নোংরা কাজ	৫১
৩৪.	পুরস্কার এবং শাস্তি	৫২
৩৫.	রাবেয়ার লজ্জা	৫৩
৩৬.	সবচেয়ে ভাল বাড়ি	৫৪
৩৭.	খলিফার নির্দেশ	৫৫
৩৮.	পাহাড়টি সোনা হয়ে যাক	৫৬
৩৯.	অচিরেই জানতে পারবে	৫৬
৪০.	তিনিও ঘুমান না	৫৭
৪১.	ক্ষমা চাওয়া জরুরী	৫৭
৪২.	তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না	৫৮
৪৩.	যদি গাছের একটি ডালও হয়	৫৮
৪৪.	নয়টি পুরস্কার	৫৯
৪৫.	অহংকারীর শাস্তি	৫৯
৪৬	মায়ের প্রতি ভালবাসা	৬০
৪৭.	জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না	৬১
৪৮.	অভূক্তকে খাওয়ানো এবং সালাম দেয়া	৬১

www.pathagar.com

প্রাসাদের মালিক

একটি অনারব মুসলিম পরিবার

প্রথম দিকে তারা ছিলো খুবই স ন এবং সুখী।

হঠাৎ করে স্বামী ইন্তেকাল করলো। সেই ছিলো পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো পরিবারটির জীবনে নেমে এলো অন্ধকারের কালো মেঘ। ভীষণ অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে গেলো তার স্ত্রী। স্ত্রীর সাথে আছে তার আরও এতিম ছেলেমেয়ে।

অভাবের সুযোগে পড়শিরা তাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতো

মহিলাটি আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে এতিম ছেলে নিয়ে একদিন পথে নামলো।

প্রচণ্ড শীত। শীতের প্রকোপে কেউ ঘর থেকে বাইরে নামতে সাহসও করে না।

সেই কনকনে শীতকে উপেক্ষা করে মহিলাটি তার অসহায় ছেলেমেয়ে নিয়ে বহু কষ্টে পৌঁছে গেলো বলখে।

সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা একটি শহর। এদিকে তার ছেলেমেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেবলই ছটফট করছে। বাচ্চাদের চোখে পানি দেখে মহিলাটি আর স্থির থাকতে পারলো না। হাজার হোক মায়ের প্রাণ!

সে তার ছেলেমেয়েকে একটি পরিত্যক্ত মসজিদে রেখে বেরিয়ে পড়লো খাবারের খোঁজে।

মহিলাটি প্রথমে গেলো বলখ শহরের মেয়রের কাছে। তিনি ছিলেন একজন মুসলমান।

মহিলাটি মেয়রের কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে বললো, আমি একজন বিধবা মুসলিম নারী। আমার কয়েকটি এতিম ছেলেমেয়ে আছে। তাদেরকে

www.pathagar.com

আপনার শহরের একটি পরিত্যক্ত মসজিদে রেখে এসেছি। তারা খুব ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার জ্বালায় তারা কেবলই কান্নাকাটি করছে। আমি তাদের কান্না আর সইতে পারছিনে। আজকের রাতের জন্যে তাদের মুখে দেবার মতো কিছু খাবার দিতে অনুরোধ করছি।

মেয়র বললেন, আগে প্রমাণ করো যে, তুমি একজন সতী-সাধবী মুসলিম নারী।

মহিলাটি জবাবে বললো, দেখুন! আমি বিদেশিনী। এই শহরের কেউ আমাকে চেনে না। কিভাবে আমি প্রমাণ দেবো?

মেয়র বললেন, তাহলে আমি তোমাকে কোনো উপকার বা সাহায্য করতে পারবো না।

মহিলাটি তার কাছ থেকে ঘৃণা আর উপেক্ষা নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।

এবার সে গেলো একজন অগ্নি উপাসকের নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে। তার কাছে গিয়ে তার এবং বাচ্চাদের ক্ষুধা ও অসহায়ত্বের কথা খুলে বললো। মুসলিম মেয়রের আচরণের কথাও তাকে জানালো।

সব শুনে অগ্নি উপাসকের সেই নিরাপত্তা কর্মকর্তার হৃদয়টা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠলো। বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাড়ির ভেতর থেকে আসছি।

একটু পরে তিনি ভেতর থেকে একজন মহিলাকে সাথে করে আনলেন। বললেন, আমি একে পাঠাচ্ছি। আপনি বাচ্চাদের নিয়ে আসুন। শুধু খাবার নয়, আপনারা রাতে আমার বাসায় থাকবেন।

তার কথা মতো মহিলাটি তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে রাতে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিলো। তাদেরকে পেট ভরে, তৃপ্তির সাথে আহার করালেন। পরম আদর ও যত্নে এতিম বাচ্চাদেরকে খুব সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলেন। তারপর তাদেরকে খুব সম্মানের সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

www.pathagar.com

গভীর রাত।

সবাই ঘুমে অচেতন।

এ সময়ে মুসলিম মেয়র স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন, সবুজ জমরুদ পাথরের তৈরি বিশাল প্রাসাদের মতো একটি ভবনের সামনে পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং রাসূল (সা)।

মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সা)! এই প্রাসাদটি কার?

রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী একজন মুসলিম নেতার।

মেয়র বললো, আমি তো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী একজন মুসলিম নেতা।

রাসূল (সা) বললেন, আগে প্রমাণ দাও যে, তুমি তাওহিদবাদী একজন সত্যিকার মুসলমান!

রাসূলের (সা) কথা শুনে মেয়র ঘাবড়ে গেলেন।

রাসূল (সা) আবার বললেন, আজ রাতে একজন বিধবা যখন নিজেকে মুসলমান মহিলা বলে পরিচয় দিয়ে সাহায্য চেয়েছিলো, তুমি তাকে বলেছিলে, আগে প্রমাণ দাও যে তুমি মুসলমান। তেমনি তোমাকেও এখন প্রমাণ দিতে হবে যে, তুমি একজন মুসলমান।

স্বপ্নে এইটুকু দেখার পর মেয়রের ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো।

তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজেই অস্থির হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন, ঐ মুসলিম বিধবাকে সাহায্য না করে তিনি খুব অন্যায় করেছেন।

তিনি সাথে সাথে লোক পাঠিয়ে চারদিকে মহিলাটির খোঁজ নিলেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, মহিলাটি তার এতিম সন্তানদেরকে নিয়ে অগ্নি উপাসকের নিরাপত্তা কর্মকর্তার বাড়িতে আছে।

মেয়র নিজে গেলেন সেখানে। বললেন, যে মহিলা তার ছেলেমেয়েসহ তোমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তাকে পাঠাও।

www.pathagar.com

নিরাপত্তা কর্মকর্তা জবাবে বললেন, আমি তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে অপরিসীম কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছি। সুতরাং তাকে আমি যেতে দেবো না।

মেয়র বললেন, আমি তোমাকে এক হাজার দীনার দিচ্ছি। তার বিনিময়ে তুমি তাদেরকে দাও।

নিরাপত্তা কর্মকর্তা একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, অসম্ভব! কোনো কিছুর বিনিময়েও আমি তাদেরকে আপনাকে দেবো না। কারণ, রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার জন্যে একটি বিশাল প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। এই স্বপ্ন দেখার পর আমরা সপরিবারে এই মুসলিম বিধবা মহিলার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আপনিই বলুন, যাদের জন্যে আমি এতো কল্যাণ লাভ করেছি, তাদেরকে আপনার হাতে কেমন করে, কিভাবে তুলে দিতে পারি? না! আমি তা কক্ষনো পারবো না। কারণ, তাদের জন্যেই আমি কাল কিয়ামতের দিনে হতে পারবো সেই বিশাল প্রাসাদের মালিক।

শাস্তির উপঢৌকন

পারস্যের এক প্রতাপশালী সম্রাট।

ছেলের শিক্ষার জন্যে তিনি একজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন।

ছেলেটির বয়স তখন অনেক বেড়ে গেছে।

একদিন শিক্ষক সম্রাটের ছেলেকে কাছে ডাকলেন। তারপর অকস্মাৎ বিনা কারণে, বিনা দোষে সম্রাটের ছেলেকে ভীষণভাবে শাস্তি দিলেন।

অকারণে এই শাস্তি ভোগ করায় সম্রাটের ছেলেটি শিক্ষকের ওপর দারুণভাবে রেগে গেলো। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলো না। হাজার হোক শিক্ষক তো!

www.pathagar.com

কিছুদিন যেতে না যেতেই পারস্যের সম্রাট রোগে ভুগে ইন্তেকাল করলেন।

পিতার ইন্তেকালের পর পারস্যের সিংহাসনে নতুন সম্রাট হিসেবে বসলো সেই ছেলেটি।

সম্রাটের আসনে বসে এবার সে তার শিক্ষককে ডাকালো। যথাসময়ে শিক্ষক দরবারে এসে হাজির হলেন।

পারস্যের নতুন সম্রাট তার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলো, আপনি অমুক দিন আমাকে বিনা দোষে, বিনা কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন কেন?

জবাবে শিক্ষক বললেন, হে পারস্যের সম্রাট! আমি যখন দেখলাম আপনি বড়ো হয়েছেন তখন বুঝলাম যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি পারস্যের সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন।

সম্রাট অপলকে তাকিয়ে আছে শিক্ষকের দিকে। বললো, তাতে কি হয়েছে? তাই বলে আপনি আমাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেবেন?

শিক্ষক একটু হাসলেন। তার চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আপনাকে সে দিন অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছি এই জন্যে যে, আপনি যাতে করে বুঝতে পারেন– বিনা কারণে, বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দিলে বা কারো ওপর জুলুম করলে তার কতোটা কষ্ট হয়। সেই কষ্টের স্বাদটা সে দিন আমি আপনাকে দিয়েছিলাম যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন, মজলুমের কষ্টটা কতো বড় যন্ত্রণাদায়ক। আর সেই বোধ থেকেই যেন আপনি সম্রাট হয়েও কখনো কারো ওপর জুলুম এবং অন্যায়ভাবে শাস্তি না দেন।

শিক্ষকের এই নৈতিক শিক্ষা দেবার অভিনব কৌশল জেনে সম্রাট খুব খুশি হলো এবং শাস্তির পরিবর্তে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সম্রাট তার শিক্ষককে অতি সম্মানের সাথে বিদায় জানালো।

www.pathagar.com

মিথ্যা কসম

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে কসম খেয়ে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করে, আখেরাতে তাদের কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তারপরও রয়েছে তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। [আলে ইমরান]

ইমাম ওয়াহেদী এই আয়াতটি নাযিল হবার প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "একবার একটি জমির মালিকানা নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে তুমুল বিবাদ বেধে গেলো। উভয়ে জমিটির মালিকানা দাবি করলো। অবশেষে মীমাংসার জন্যে তারা রাসূলের (সা) কাছে গেলো। বিবাদী যখন নিজের দাবির সপক্ষে কসম খেতে গেলো আর তখনই এই আয়াতটি নাযিল হলো।

আর কি আশ্চর্য! আয়াতটি শোনার সাথে সাথে বিবাদী কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকলো এবং জমির মালিকানার দাবি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাদীকে জমিটি দিয়ে দিলো।

স্বার্থের জন্যে কসম খাওয়া আদৌ উচিত নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, কসম খাওয়া কবীরা গুনাহ। যেমন নবীর কসম, কাবার কসম, ফেরেশতার কসম, আকাশের কসম, পানির কসম, জীবনের কসম, আমানতের কসম, মাথার কসম, অমুকের মাজারের কসম ইত্যাদি।

আর যে অপরের সম্পদ জবর দখল করে নেয়, তার ওপর আল্লাহর গজব নিপতিত হয়। সহীহ মুসলিমে আছে, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও অন্যের জমি জবর দখল করে নেবে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাতটি পৃথিবী চাপিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

সবচেয়ে দরিদ্র

সাহাবীদেরকে রাসূল (সা) একবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, সবচেয়ে দরিদ্র কে?

তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার অর্থ নেই, সম্পদ নেই, সেই সবচেয়ে দরিদ্র।

রাসূল (সা) বললেন, না। আমার উম্মতের মধ্যে সেই সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন প্রচুর নামাজ, যাকাত, রোযা ও হজ্জ সাথে করে আনবে। কিন্তু সে এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারো সম্পদ হরণ করে এসেছে, কারো সম্পদের হানি করেছে, কাউকে প্রহার করেছে এবং কারো রক্তপাত করেছে।

কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির সৎ কর্মগুলো তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এভাবে মজলুমদের ক্ষতিপূরণের আগেই তার সৎ কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে মজলুমদের গুনাহগুলো একে একে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

আমি সেই ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই, যে এমন ব্যক্তির ওপর জুলুম বা অত্যাচার করে– যার আমি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই।

www.pathagar.com

জুলুমের শাস্তি

একবার একজন ঐতিহাসিক একটি অদ্ভূত ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এক ছিলেন দরবেশ। তিনিই জানিয়েছিলেন তার স্বপ্নে দেখা সেই ঘটনাটির কথা। ঘটনাটি এরকম ঃ

দরবেশটি বলেন, আমি একবার এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার ঘাড় থেকে একটি হাত কেটে পড়ে গেছে।

লোকটি চিৎকার করে বলছে ঃ

যারা আমাকে দেখবে তারা যেন কারো ওপর কখনো অত্যাচার না করে।

দরবেশ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ভাই?

সে বললো, সে এক আশ্চর্য ঘটনা হুজুর!

দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি?

লোকটি বললো, আমি ছিলাম এক অত্যাচারী ব্যক্তির বরকন্দাজ বা চামচা। একদিন দেখলাম এক জেলে বড় একটা মাছ নিয়ে যাচ্ছে। মাছটি দেখে আমার খুব লোভ হলো। আমি সাথে সাথে জেলেকে মারধর করে তার কাছ থেকে মাছটি জোর করে ছিনিয়ে নিলাম। এতো বড় মাছ! মাছটি নিয়ে আমি খুশি মনে বাড়ি যাচ্ছি। হঠাৎ মাছটি আমার বুড়ো আঙ্গুলে ভীষণ জোরে কামড় দিলো। আমি দ্রুত বাড়ি গিয়ে মাছটিকে আছাড় মেরে ফেলে দিলাম। আঙ্গুলের ব্যথায় সেই রাতে আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি। পরদিন সকালে দেখি আমার আঙ্গুলটা ভীষণ ফুলে গেছে। আমি ভয় পেলাম। দ্রুত চলে গেলাম ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার আমার আঙ্গুলের অবস্থা দেখে বললেন, ওটা কেটে ফেলতে হবে। তা না হলে পরে হয়তোবা পুরো হাতটাই আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

অগত্যা আঙ্গুলটা কেটে ফেলতে হলো। কিন্তু এতেও ব্যথার উপশম হলো না। আবার গেলাম ডাক্তারের কাছে।

এবার তিনি আমার হাতের পাতাটি সম্পূর্ণ কেটে ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু তাতেও ব্যথার কোন উপশম হলো না। এবার আমার পুরো হাতটাই কেটে ফেলতে হলো।

এক ব্যক্তি আমার এই দুঃখজনক ঘটনার কথা শুনে বললো, তুমি জলদি করে সেই জেলের কাছে যাও এবং হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নাও। তা না হলে তোমার সম্পূর্ণ দেহটাই রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে।

অনেক খোঁজাখুজি করে আমি জেলেটির সন্ধান পেলাম। সে আমাকে চিনতে পারেনি। এমনকি সেই ঘটনার কথাও তার মনে নেই। আমি তাকে একে একে সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিলাম। তারপর তার পা ধরে মাফ চেয়ে নিলাম।

জেলে আমাকে মাফ করে দিলো। সে আমাকে যে বদদোয়া দিয়েছিল তাও ফিরিয়ে নিলো।

জেলেটি আমাকে মাফ করে দেবার পর থেকে আমার বাদবাকী শরীর আর আক্রান্ত হয়নি। আমি এখন আমার এই কর্তিত হাত নিয়ে বেশ সুস্থ আছি।

বস্তুতঃ মানুষের ওপর অত্যাচার বা জুলুম করা এমন এক কবীরা গুনাহ যার শাস্তি দুনিয়াতেই কোনো না কোনোভাবে ভোগ করতে হয়। আর আখেরাতের সেই ভয়ংকর কঠিন শস্তিতো আছেই।

www.pathagar.com

প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেলো

একজন পরাক্রমশালী রাজা একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন।

একদিন এক বৃদ্ধা ভিখারিনী এসে সেই প্রাসাদের পাশে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করতে শুরু করলো।

রাজা প্রাসাদের ছাদে উঠে পায়চারী করছেন। চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখার সময় ঐ ঝুপড়িটি তার চোখে পড়লো। তিনি রেগে গেলেন ভীষণভাবে। বললেন, ঝুপড়িটি কার?

তাকে জানানো হলো যে, ঝুপড়িটি অসহায় এক বৃদ্ধার। খুবই দরিদ্র। তাই সে এখানে বাস করছে।

রাজা এ কথা শুনে আরও বেশি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, এখনি ওটা ভেঙ্গে ফেলো।

বৃদ্ধা তখন ভিক্ষা করার জন্যে বাইরে ছিলো। দিনের শেষে ফিরে এসে সে দেখলো, তার ঝুপড়িটি আর নেই। সেটাকে ভেঙ্গে-চুরে শেষ করে দিয়েছে।

আশপাশের লোকের কাছে সে জিজ্ঞেস করলো, আমার ঝুপড়িটি কে ভেঙ্গেছে?

তারা জবাবে বললো, রাজা ভেঙ্গেছে।

বৃদ্ধার দু'চোখ দিয়ে বেদনার ঢল নেমে গেলো। সে তখনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললো ঃ

হে আল্লাহ! আমি যখন আমার ঝুপড়িতে ছিলাম না, তখন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি জালিম রাজার ক্রোধ থেকে এটা রক্ষা করতে পারোনি?

আল্লাহর দরবারে মুহূর্তেই পৌঁছে গেলো বৃদ্ধার আকুতি।

আল্লাহ পাক জিবরীলকে নির্দেশ দিলেন জালিম রাজার প্রাসাদটি ধ্বংস করার জন্যে।

আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে নিমিষেই পরাক্রমশালী সেই রাজার প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে

মক্কা বিজয়ের বছরের ঘটনা।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ রাসূলের (সা) কাছে ফিরে এলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেছিলে। সেখানকার কোন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানাবে কি?

কয়েকজন মুহাজির বললেন, হে রাসূল! হ্যাঁ, একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমরা বলতে পারি।

রাসূল (সা) বললেন, বলো। সেটাইতো জানতে চাচ্ছি।

মুহাজিরগণ বলতে শুরু করলেন তাদের দেখা সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি।

তারা বললেন, হে রাসূল (সা)! একদিন আবিসিনিয়ায় আমরা বসে ছিলাম। দেখলাম, আমাদের পাশ দিয়ে এক বৃদ্ধা মাথায় এক কলস পানি নিয়ে চলে যাচ্ছে। এ সময়ে একটি যুবক দৌড়ে এসে বৃদ্ধার ঘাড়ে হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলো। সাথে সাথে বৃদ্ধা এবং তার পানি ভর্তি কলসটি ছিটকে পড়ে গেলো। ভেঙ্গে গেলো কলসটিও।

বৃদ্ধাটি একটু পরে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ

হে বিশ্বাস ঘাতক! আল্লাহ যে দিন আরশ স্থাপন করবেন, যে দিন আগের ও পরের সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং যে দিন মানুষের হাত ও পা তাদের কৃত কর্মের সাক্ষ্য দেবে– সে দিন তুই দেখে নিস, আল্লাহর সামনে তোর কি ভয়ংকর পরিণতি হয়। আর দেখে নিস, আমার কি পরিণতি হয়।

এই ঘটনার কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ

বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে। যে জাতি তার দুর্বলদের কল্যাণার্থে সবলদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সে জাতিকে আল্লাহ কিভাবে সম্মানিত করবেন?

www.pathagar.com

মূর্ছা গেলেন শাসক হিশাম

তাউস ইয়ামানী ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

তখন উমাইয়া শাসক ছিলেন হিশাম বিন আবদুল মালিক।

তাউস ইয়ামানী একবার হিশামকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, আপনি আজানের দিন সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

হিশাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আজানের দিন?

তাউস জবাবে বললেন, আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন,

'সে দিন একজন এই বলে আজান দেবে অর্থাৎ ঘোষণা করবে যে, জালিমদের ওপর অভিসম্পাত!'

এই কথা শুনার সাথে সাথেই উমাইয়া শাসক হিশাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা গেলেন।

তাউস বললেন, কিয়ামতের দিন যা ঘটবে তার বিবরণ শুনেই যদি কারো এই অবস্থা হয়, তাহলে যে দিন তা বাস্তবে ঘটবে সে দিন নিজের চোখে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে তার কী অবস্থা হবে, তা কল্পনাও করা যায় না!

কিয়ামত!

সে এক কঠিন দিন! ভয়ংকর মুহূর্ত!

www.pathagar.com

থমকে গেলেন হযরত হাসান

হযরত হাসান (রা)।

একদিন তিনি একটি খেজুর বাগানের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিলেন।

এক আবেসিনীয় ক্রীতদাস সেই বাগানের এক কোণে বসে রুটি খাচ্ছিলো এবং রুটির অংশ ছিড়ে ছিড়ে একটি কুকুরকেও দিচ্ছিলো।

ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন হযরত হাসান।

তিনি ক্রীতদাসের কাছে এগিয়ে গেলেন।

বললেন, তুমি কুকুরটিকে তাড়িয়ে না দিয়ে তোমার এই সামান্য রুটির অংশ তাকে দিচ্ছো কেন?

ক্রীতদাস জবাব দিলো, আমি বসে বসে খাবো আর ওকে তাড়িয়ে দেবো– এ কথা ভাবতেই আমি যেন শরমে মরে যাই।

একজন সামান্য ক্রীতদাসের এই বিস্ময়কর মহানুভবতা এবং উদারতা দেখে হযরত হাসান তাজ্জব হয়ে গেলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মালিকের নাম কি? তিনি কোথায় থাকেন?

ক্রীতদাস তার মালিকের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

হাসান বললেন, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত কিন্তু দয়া করে তুমি এই বাগানে বসে থাকবে।

ক্রীতদাসটি প্রতীক্ষায় বসে আছে খেজুর বাগানে।

কিছুক্ষণ পর হাসান ফিরে এলেন।

ক্রীতদাস খুব খুশি হলো। ভাবলো, এবার তার অপেক্ষার পালা শেষ।
হাসান ক্রীতদাসকে বললেন, আমি তোমার মালিকের কাছে গিয়েছিলাম। অর্থের বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে তোমাকে এবং খেজুর বাগানটিকে

www.pathagar.com

কিনে নিয়েছি। এই বাগান আমি তোমাকে দিলাম। এখন থেকে তুমিই হবে এই বাগানের মালিক।

হযরত হাসানকে অবাক করে দিয়ে ক্রীতদাসটি বললো, শুকরিয়া। আপনি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমাকে এই বাগানটি দান করলেন, আমিও সেই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্যেই এই বাগানটি তাঁর রাস্তায় দান করে দিলাম।

একজন ক্রীতদাসের এই অসামান্য নির্লোভ এবং আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় সীমাহীন ভালবাসার বিরল নজির দেখে থমকে গেলেন হযরত হাসান।

বীর এবং বীরাঙ্গনা

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে যুদ্ধ চলছে মুসলমানদের।

গ্রীক সেনাপতি টমাসের তীরন্দাজ বাহিনীর কাছে মুসলিম বাহিনী তখন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত।

টমাসের নিক্ষিপ্ত তীরেই ইন্তেকাল করলেন সাহসী সৈনিক আবান।

আবানের স্ত্রীও ছিলেন একজন বীরাঙ্গনা।

যেমন স্বামী, তেমনি তাঁর স্ত্রী!

আবানের মৃত্যুর পর তাঁর বীরাঙ্গনা স্ত্রী স্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

তুমি সুখি হে প্রিয়তম! আল্লাহর পরম শান্তিময় সান্নিধ্য তুমি লাভ করেছো। একদিন আল্লাহ পাক তোমার এবং আমার ভেতর মিলন ঘটিয়েছিলেন। আজ তিনিই আবার আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তবুও এতোটুকু দুঃখ নেই আমার। আশা করছি, আমিও খুব তাড়াতাড়ি তোমার অনুগামিনী হবো।

বীরাঙ্গনা স্ত্রী সাহসী সৈনিক ও প্রাণ প্রিয় স্বামীকে দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

তারপর।

www.pathagar.com

তারপর রণ সাজে সজ্জিত হয়ে আবানের বীরাঙ্গনা স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

তাঁর প্রথম নিক্ষিপ্ত তীর বিধে গেলো টমাসের নিশানবাহীর হাতে।

দ্বিতীয় তীর বিদ্ধ হলো স্বামী আবানের ঘাতক টমাসের চোখে।

মারাত্মকভাবে আহত হলো টমাস।

বীরাঙ্গনার নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে সেনাপতি টমাস আহত হবার কারণে পতন ঘটলো শহরের।

আর যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন দুঃসাহসী মুসলিম বাহিনী।

তাঁবুর ভেতর আলোর মিছিল

গভীর রাত।

বিরাণ মরুভূমির এক প্রান্তরে একটি জীর্ণ তাঁবু। তাঁবুর সামনে খুব মন মরা হয়ে বসে আছে এক বেদুঈন। তার চোখে-মুখে চিন্তা এবং বিষন্নতার কালো ছায়া।

তাঁবুর ভেতরে বেদুঈনের স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছে।

বেদুঈনটি তার স্ত্রীসহ মদীনায় যাবার জন্যে রওয়ানা হয়েছিলো। তার স্ত্রী ছিলো সন্তানসম্ভবা। এই মরুভূমির মধ্যে এসেই তার প্রচণ্ড প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেলো।

মরুভূমির চারপাশে কেবল ধূ ধূ বালু আর বালু। জন-মানবের কোনো ছায়ামাত্র নেই। এখানে নেই ধাত্রী। নেই সাহায্য করার মতো কোনো মানুষ।

এখন কি করবে বেদুঈন?

অসহায়ভাবে তাই সে তাঁবুর সামনে বসে কেবল ভাবছে আর বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহকে ডাকছে।

www.pathagar.com

ঠিক এমনি সময়ে রাতের আবছা আলোতে বেদুঈন দেখতে পেলো, তার দিকে এগিয়ে আসছেন একজন দীর্ঘ-সুঠাম দেহের লোক।

বেদুঈনকে বিষণ্ন ও চিন্তাগ্রস্ত দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে? এমনভাবে মন খারাপ করে বসে আছেন কেন?

বেদুঈন জবাব দিলো, তাঁবুর ভেতর আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। এখানে কোনো ধাত্রী নেই। সাহায্য করার মতো তেমন কোনো মানুষও নেই। আমি এখন কি করবো? তাই মনটা ভীষণ খারাপ।

বেদুঈনের কাছে তার বিপদের কথা শুনে আগন্তুক লোকটি বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। এই বলে তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরই তিনি আবার ফিরে এলেন। কিন্তু একা নয়। তাঁর সাথে একজন নারী।

তাঁবুর কাছে এসে আগন্তুক লোকটি বেদুঈনকে অভয় দিতে থাকলেন। আর নারীটি দ্রুত প্রবেশ করলেন তাঁবুর ভেতর।

বেদুঈনের স্ত্রী তখনো ভীষণ বেদনায় কাতরাচ্ছে। তার সেবা-যত্নে লেগে গেলেন নারীটি। তিনি তখন বেদুঈনের স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাহায্যের কাজে ব্যস্ত।

তাঁবুর সামনে তখনো বসে আছে বেদুঈন। আগন্তুক লোকটি তাকে বললেন, এভাবে বসে থেকে কি লাভ? তার চেয়ে আসুন, আমরা দু'জনে মিলে রাতের খাবার তৈরি করি।

এ কথা বলার পর তারা দু'জনেই খাবার তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

একটু পরেই তাঁবুর ভেতর থেকে একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো।

তাঁবুর বাইরে বসে তারা সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুর ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন। তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাঁবুর ভেতর এখন আলোর মিছিল।

www.pathagar.com

আমীরুল মুমিনীন!

কথাটি শেনার সাথে সাথেই বেদুঈনটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো।

আশ্চর্য! খলিফা উমর তার মতো একজন সাধারণ বেদুঈনের এই বিপদের সময়ে সাহায্য করার জন্যে নিজেই হাজির!

বেদুঈনের চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না। ভাবলো, এও কি সম্ভব?

তার সেই বিস্ময়ের ঘোর যখন কেটে গেলো তখন সে জিজ্ঞেস করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে তো চিনলাম। কিন্তু আপনার সাথে যিনি এসে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করলেন, তিনি কে?

উত্তরে খলিফা উমর বললেন, এই নারী আর কেউ নন। আমার স্ত্রী উম্মে কুলসুম।

প্রতিদ্বন্দ্বী

হযরত উমর (রা)।

খলিফা হবার আগেও তিনি গরীব-দুঃখীদের খবরাখবর নিতেন। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন।

গরীব-দুঃখীদের খবর নেবার জন্যে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে হযরত উমর মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন রাতের গভীরে। একাকী।

একবার তিনি ঘুরতে ঘুরতে মদীনার এক প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন। পাশে থাকেন এক অসহায় বুড়ি। তার খুব অভাব।

হযরত উমর দুঃখী বুড়িকে সাহায্য করার কথা ভাবলেন। ভাবলেন, তিনি নিজের হাতে সাহায্য দিয়ে বুড়ির দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন।

পরদিন হযরত উমর একাকী চলে গেলেন বুড়ির কাছে। বুড়ির কাছে শুনলেন, কে একজন এসে তার অভাব দূর করে দিয়ে গেছেন।

হযরত উমর (রা) অবাক হলেন। বড় আশ্চর্যের কথা! কে সেই ব্যক্তি, যিনি উমরের (রা) প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চান?

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা) পরদিন লুকিয়ে আছেন। দেখতে চান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। তিনি দেখতে চান, কে সেই ব্যক্তি॥ যিনি মানুষের সেবায় উমরকে (রা) পরাজিত করেন!

লুকিয়ে আছেন হযরত উমর (রা)।

একটু পরেই তিনি দেখলেন, একজন মানুষ এলেন। তিনি বুড়ির কাছে গিয়ে তার অভাব দূর করার জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন হযরত উমর (রা)। দেখলেন, যিনি বুড়িকে সাহায্য করতে এসেছেন, তিনি আর কেউ নন– হযরত আবুবকর (রা)।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে দু'জনই হেসে উঠলেন। সে এক মধুর হাসি।

উমর (রা) বললেন, আল্লাহর দরবারে শোকর যে, স্বয়ং খলিফা ছাড়া আমি আর কারো হাতে পরাজিত হইনি।

আতাহিয়ার চিঠি

খলিফা হারুনুর রশীদ।

তিনি একবার কবি আবুল আতাহিয়াকে কারাগারে আটক করেন।

কারাগারে বসে কবি আতাহিয়া খলিফা হারুনুর রশীদকে একটি চিঠি লেখেন।

চিঠির ভাষাটি ছিলো এরকম ঃ

'হে হারুনুর রশীদ! আল্লাহর কসম, জেনে রাখবেন-অত্যাচার স্বয়ং অত্যাচারীর জন্যেই ভয়ংকর অমঙ্গল এবং অকল্যাণ ডেকে আনে। অত্যাচারী-জালেম সব সময়ই অসৎ হয়ে থাকে। হে জালেম খলিফা! কিয়ামতের দিন যখন আমরা একত্রিত হবো, তখন কে প্রকৃত খারাপ ও নিন্দিত তা আপনি পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন'।

www.pathagar.com

স্বপ্ন, কিন্তু সত্যের অধিক

ইয়ামেনের রাবিয়া ইবনে নসর ছিলেন একজন দুর্বল ও পরাধীন রাজা। একবার তিনি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যান। সাথে সাথে তিনি দেশের সকল গণক, যাদুকর এবং জ্যোতিষীকে তলব করলেন। তারা সবাই একত্রিত হলে রাজা বললেন, আমি গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি। তোমরা আমাকে জানাবে যে, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি এবং তার ব্যাখ্যাই বা কি?

তারা বললো, আপনি আগে আপনার স্বপ্নের কথাটা বলুন। তারপর আমরা তার ব্যাখ্যা আপনাকে জানাবো।

রাজা বললেন, যদি আমি আমার স্বপ্নের কথাটা বলে দিই, তাহলে তার ব্যাখ্যা শুনে আমি আর তৃপ্তি পাবো না। কেননা, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সেই করতে সক্ষম হবে, যে আমার স্বপ্নের কথাটাও বলতে পারবে।

জ্যোতিষীদের মধ্যে একজন বললো, জাঁহাপনা! যদি এইভাবে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেতে চান, তাহলে সতীহ এবং শেককে ডেকে পাঠান। তাদের চেয়ে এ ব্যাপারে যোগ্য আর কেউ নেই। আপনি যা জানতে চান, তা তারা অনায়াসেই বলে দিতে পারবে।

ঐ দু'জন ভবিষ্যৎ বক্তাকে রাজা ডেকে পাঠালেন। প্রথমে রাজার দরবারে হাজির হলো সতীহ। রাজা তাকে বললেন, আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি, যাতে করে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তুমি যদি বলতে পারো যে, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি, তাহলে তার ব্যাখ্যাও সঠিকভাবে আমাকে জানাতে পারবে। এবার বলো তো, আমার স্বপ্নটা কি ছিল?

সতীহ বললো, ঠিক আছে। আমি প্রথমে আপনার স্বপ্নের কথাটা বলতে চেষ্টা করছি। একটু ভেবে নিলো সতীহ। তারপর বললো, জাঁহাপনা! আপনি স্বপ্ন দেখেছেন, অন্ধকারের ভেতর থেকে এক টুকরো আগুন বেরিয়ে

www.pathagar.com

এসে নিচু ভূমিতে নামলো এবং সেখানে যতো প্রাণী ছিলো, সবাইকে গ্রাস করলো।

রাজার চোখদু'টো আনন্দে চিক চিক করে উঠলো। বললেন, বাহ! তুমি সত্যিই খুব যোগ্য লোক। আমার স্বপ্নটির কথা তুমি কি ঠিকভাবে বলতে পেরেছো। এবার তাহলে এর ব্যাখ্যাটা আমাকে শোনাও।

সতীহ আবার একটু ভেবে নিলো। তারপর বললো, আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আবিসিনিয়াবাসী আপনার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে এবং সমগ্র ইয়ামেন দখল করে নেবে।

চমকে উঠলেন রাজা। বললেন, বলো কি! এটাতো ভীষণ বেদনাদায়ক ব্যাপার! এটা কবে ঘটবে? কার আমলে?

সতীহ বললো, এটা ঘটবে আপনার আমলের কিছু পরে। তখন ষাট কিংবা সত্তর বছর পার হয়ে যাবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এই ভূখণ্ড কি চিরকালই তাদের দখলে থাকবে? নাকি তাদের জবর দখলের অবসান ঘটবে?

সতীহ জবাবে বললো, সত্তর বছরের কিছু বেশি কাল পার হবার পর তাদের দখলের অবসান ঘটবে। তারপর হয় তারা নিহত হবে, নয়তো পালিয়ে যাবে।

তাদেরকে কে হত্যা করবে? কে তাড়িয়ে দেবে?

রাজার এই প্রশ্নের জবাবে সতীহ বললো, ইরামের হাতে তারা নিহত বা বহিষ্কৃত হবে। এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন ইরাম। ইয়ামেনে তাদের একজনকেও তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না।

–ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে না কি অস্থায়ী?

–তাদের আধিপত্য অস্থায়ী হবে।

–কার হাতে সেই ক্ষমতার অবসান ঘটবে?

–এক পুতঃপবিত্র নবীর হাতে। তিনি উর্ধ জগত থেকে ওহী লাভ করবেন।

সতীহর কথা শুনে রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ নবী কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন?

www.pathagar.com

সতীহ বললো, সেই নবী নাফারের পুত্র মালেক, মালেকের পুত্র ফিহির, ফিহিরের পুত্র গালেবের বংশ থেকে আগমন করবেন। তাঁর জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে বিশ্ব জগতের সমাপ্তি ঘটার পূর্ব পর্যন্ত।

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্ব জগতের আবার শেষ আছে নাকি?

সতীহ বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়। যে দিন পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ মানুষেরা একত্রিত হবে। যারা ভাল কাজ করবে, তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে আর যারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকবে, তারা সে দিন খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে।

রাজা এবার আরো ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভবিষ্যৎ বাণী কি সত্য?

সতীহ বললো, হ্যাঁ, সত্য। আমি যা বলেছি তা সবই একশো ভাগ সত্য।

এরপর ডাকা হলো বিখ্যাত ভবিষ্যৎ বক্তা শেককে। সে প্রবেশ করলে রাজা তার কাছে তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

শেক জবাবে রাজার স্বপ্নের কথা বলে দিলো।

শেকের জবাব শুনে রাজা তো অবাক! একি! দু'জনের কথা হুবহু মিলে গেল! উভয়ের স্বপ্নের কথাটি ছিলো একই। অভিন্ন। এরপর রাজা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন শেকের কাছে।

সতীহ'র সাথে শেকের কোনো যোগাযোগ হয়নি। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো শলা-পরমর্শও হয়নি। অথচ কি আশ্চর্য! শেকের স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে সতীহ'র ব্যাখ্যা একেবারে হুবহু মিলে গেল।

রাজা শেককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যা বলেছো তাকি সঠিক?
শেক জবাবে বললো, অবশ্যই। আমি আপনার কাছে যে ভবিষ্যৎ বাণী করলাম, তা সঠিক এবং সন্দেহমুক্ত। আপনি এই ব্যাখ্যার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

এই দুই ভবিষ্যৎ বক্তার অভিন্ন ব্যাখ্যা শুনে রাজা খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। রাজা তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে এতোটাই ঘাবড়ে গেলেন যে, তিনি আর দেরি না করে তার

www.pathagar.com

পরিবার-পরিজনকে তাড়াতাড়ি ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুরকে চিঠি লিখে পাঠালেন।

সম্রাট শাপুর রাজা রাবিয়ার পরিবারকে হিরাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাসূল (সা) আসার বহু আগেই সতীহ এবং শেক যে নবীর আগমনের কথা রাজাকে জানিয়েছিলো, সেই নবী আর কেউ নন, হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাবিয়ার মৃত্যুর পর সত্যিই ইয়ামেনের রাজত্ব চলে যায় আবু কারব হাসসান ইবনে তুব্বান আসআদের হাতে এবং তার পর একে একে ঘটে যায় সেই দু'জন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক সকল ঘটনা।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার!

রাজার স্বপ্নটি ছিলো স্বপ্ন। তবুও সেই স্বপ্নটি হয়ে গেল সত্যেরও অধিক!

পাঁচজন জ্ঞানীর দশটি উপদেশ

একবার এক বাদশাহ পাঁচজন আলেম এবং জ্ঞানীকে ডেকে পাঠালেন তার দরবারে। তাদের বাদশাহ বললেন, কিছু জ্ঞানের কথা শোনাতে। বাদশাহর কথা মতো তারা প্রত্যেকেই দু'টো করে জ্ঞানের কথা বললেন।

প্রথম ব্যক্তি বললেন ঃ সৃষ্টি কর্তার ভয়ের মধ্যেই নিরাপত্তা আছে এবং তার থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করাই কুফর। সৃষ্টি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করাই আজাদী এবং সৃষ্টির ভয় করাই গোলামী।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ আল্লাহর দরবারে আশা পোষণ করা এমন এক সম্পদ, গরিবী যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আবার তাঁর দরবার থেকে নিরাশ হওয়া এমন এক গরিবী, যা কোনো সম্পদই দূর করতে পারে না।

www.pathagar.com

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ মনটা ধনী থাকলে থলে খালি হলেও কোনো ক্ষতি নেই। আবার মন গরীব হলে থলে ভর্তি হলেও কোনো লাভ নেই।

চতুর্থ ব্যক্তি বললেন ঃ দানশীলতা সচ্ছলতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আবার থলের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে দরিদ্র অন্তরের দারিদ্র আরও বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চম ব্যক্তি বললেন ঃ অল্প পরিমাণ উত্তম জিনিস গ্রহণ করা অনেক পরিমাণে খারাপ জিনিস বর্জন করার চেয়ে ভালো।

কারাবন্দি পিতা-পুত্র

প্রতাপশালী রাজা খালেদ বিন বারমাক।

ক্ষমতা থেকে পতনের পর রাজা খালেদ বিন বারমাক ও তার ছেলেকে কারাবন্দি করা হলো।

ছেলে তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলো, আব্বা, আমাদের এতো ক্ষমতা, এতো সম্মান ও এতো মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন কারাবন্দি কেন?

জবাবে রাজা খালেদ বললেন, হ্যাঁ বাপ! প্রজাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে আমরা যে রাতে আরাম ও তৃপ্তির সাথে নিদ্রায় গিয়েছিলাম, আল্লাহ পাক তখন জেগে ছিলেন। আর জেগে থেকে তিনি মজলুমদের কান্নাভেজা দোয়া কবুল করেছিলেন। এ জন্যেই আমরা এখন সব হারিয়ে কারাগারের এই অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দি হয়ে আছি।

বস্তুতঃ ক্ষমতা ও সম্মান দেবার মালিক একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে, তাদের জন্যে লাঞ্ছনা এবং অপমান অবধারিত।

www.pathagar.com

শহীদের মা

সময়টা ছিলো হযরত উমরের (রা) শাসন কাল।

সেই সময়ে আরবের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। নাম-বিবি খানসা।

এই সময়ে কাদেসিয়ার ময়দানে পারস্য সম্রাট উয়াজদাদ এবং ইসলামের সিপাহসালার সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের মধ্যে বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

মুসলিম মুজাহিদরা দলে দলে ছুটে যাচ্ছেন যুদ্ধের ময়দানে।

হযরত খানসা দেখছেন সবই।

তাঁর ছিলো চারটি পুত্র।

তিনি তাদেরকে ডাকলেন নিজের কাছে। তারপর বললেন, চলো আমার সাথে কাদেসিয়ার যুদ্ধ ময়দানে।

কাদেসিয়ায় পৌঁছে হযরত খানসা তাঁর ছেলেদেরকে ডেকে বললেন,

আমি বহু কষ্ট করে তোমাদেরকে পেটে ধরেছি। বহু দুঃখ-কষ্ট আর বিপদ-মুসিবতের মধ্যদিয়ে তোমাদেরকে মানুষ করেছি। আমি কোনো ব্যাপারে তোমাদের পরিবারের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন করিনি। সকল সময় তোমাদের পিতার গৌরব রক্ষা করেছি। আর তোমাদের মায়ের চরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে এতোটুকুও সন্দেহ পোষণ করতে পারবে না। তোমরা এখন বড় হয়েছো। আমার এই কথাগুলো যদি সত্য বলে মনে করো, তাহলে তোমরা আজ আমার একটি কথা রাখো। সত্যের জন্যে যুদ্ধ করার মহত্বের কথা স্মরণ করো। আর স্মরণ করো কুরআনের নির্দেশ। কাল প্রভাতে সুস্থ মনে শয্যা ত্যাগ করবে। তারপর শংকাহীনে, সাহসের সাথে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বীর সন্তানের মতো তোমাদের যুদ্ধ করা চাই। যেখানে যুদ্ধ সবচেয়ে নির্মম, ঝুঁকিপূর্ণ॥ সেখানেই তোমরা লাফিয়ে

www.pathagar.com

পড়বে। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে। সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈনিকের মুখোমুখি হবে। প্রয়োজন হলে নির্ভিক চিত্তে শহীদ হবে।

বিবি খানসার চার ছেলে মায়ের কথা শুনলেন খুবই মনোযোগের সাথে। তারপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাদেসিয়ার যুদ্ধে।

বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে একে একে বিবি খানসার চার ছেলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

খবরটি খুব দ্রুত পৌছে গেলো তাদের বীরাঙ্গনা মায়ের কাছে।

চার ছেলের শহীদ হবার খবরটি শুনেই বিবি খানসা হাত উঠালেন আল্লাহর দরবারে। বললেন, করুণাময় হে আমার আল্লাহ!
তুমি আমাকে শহীদের মা হবার সৌভাগ্য দান করেছো, এ জন্যে তোমার দরবারে জানাচ্ছি হাজার শোকর।

ছায়ার নিচে সাত ব্যক্তি

আল্লাহ পাক সাত শ্রেণীর লোককে কিয়ামতের দিন নিজের আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন।

এরা হলো ঃ ন্যায় পরায়ণ শাসক।

যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বড় হয়।

যে ব্যক্তি একা একা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ থেকে অশ্রু বের হয়।

[মসজিদ থেকে বের হবার পর] যে ব্যক্তির অন্তর আবার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মসজিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি এমনভাবে সাদকা দান করে যে, তার বাম হাতও ডান হাতের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

যে দুই ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং যে ব্যক্তি কোন সুন্দরী নারী কু-কাজের জন্যে আহ্বান জানালে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

www.pathagar.com

দরবেশ এবং সুলতান

সমরকন্দ।

সমরকন্দের শহরতলীতে অবস্থিত খোরাসান।

সেখানে বাস করতেন একজন বিখ্যাত দরবেশ। তাঁর নাম-শেখ আবুল হাসান।

সমরকন্দের সুলতান মাহমুদ একবার দরবেশকে তাঁর দরবারে দাওয়াত করলেন। উদ্দেশ্য, দরবেশের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথা-বার্তা বলা।

যথাসময়ে সুলতানের দাওয়াত পৌঁছানো হলো দরবেশের কাছে।

দাওয়াত পেয়ে দরবেশ আবুল হাসান বললেন, আমি বিশ্ব জাহানের বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ পালনে এতোই ব্যাস্ত যে, দুনিয়ার ছোট ছোট বাদশাহর দাওয়াত কবুল করার মতো সময় আমার নেই।

দরবেশের এই জবাব শুনে সুলতান মাহমুদ নিজেই তাঁর জীর্ণ কুঠিরে গেলেন। তিনি দরবেশকে সালাম জানালেন এবং কিছু উপদেশ চাইলেন।

দরবেশ আবুল হাসান সুলতান মাহমুদকে অনাড়ম্বর জীবন, সংযত মন, মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায়, দানশীলতা এবং উত্তম উপায়ে প্রজা পালনের উপদেশ দিলেন।

সুলতান তাঁর দোয়া প্রার্থী হলে দরবেশ তাঁকে বললেন, পরিণামে আপনি যেন সত্যিকারের মাহমুদ (অর্থাৎ প্রশংসিত) হন।

সুলতান দরবেশের সামনে আশরাফির (অর্থ) একটি তোড়া নজরানা স্বরূপ রাখলেন।

দরবেশ সেটা দেখলেন। তারপর সুলতানকে একটি শুকনো রুটি খেতে দিলেন।

সুলতান রুটিটা নিয়ে তার এক পাশের কিছুটা অংশ ভেঙ্গে মুখে দিয়ে চিবুলেন। কিন্তু গিলতে পারলেন না।

দরবেশ আবুল হাসান তখন সুলতানকে বললেন, আপনার কাছে এই শুকনো রুটিটা খাওয়া যেমন কষ্টকর, আমার কাছে আপনার দেয়া আশরাফিও ঠিক তেমনি কষ্টকর। সুতরাং তোড়াটি আপনি নিয়ে যান এবং গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিন।

www.pathagar.com

পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও

সূরা লুকমানে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

'তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার কাছেও কৃতজ্ঞ হও'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনটি আয়াত তিনটি জিনিসের সাথে যুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছে। এর একটি ছাড়া অপরটি কবুল হয় না। সেই তিনটি জিনিস হলো ঃ

১. প্রথমটিতে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো'।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানবে ও রাসূলকে মানবে না, আল্লাহকে মানা তার কবুল হবে না।

২. আল্লাহ বলেছেন ঃ

'তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত দাও'।

যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে ও যাকাত দেবে না, তার নামাজ কবুল হবে না।

৩. আল্লাহ বলেছেন ঃ

'তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও'।

যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং নিজের পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে না, তার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকা একেবারে অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

এ জন্যেই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

'পিতামাতার সন্তোষে আল্লাহর সন্তোষ নিহিত এবং পিতামাতার অসন্তোষে আল্লাহর অসন্তোষ নিহিত'।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বলেছেন,

'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ কি, তা কি আমি তোমাদেরকে জানাবো? তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ বা মন্দ ব্যবহার করা।'

রাসূল (সা) আরও বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি তার পিতাকে গাল দেয় ও তিরস্কার করে, আল্লাহ পাক তাকে অভিসম্পাত করেছেন।'

যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তার জন্যে আখেরাতে তো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছেই, তাছাড়াও দুনিয়াতেও রয়েছে তার জন্যে চরম অপমান, লাঞ্ছনা আর জঘন্য কঠিন শাস্তি।

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণকারী দুনিয়াতেও সেই সব শাস্তি ভোগ করে থাকে।

হযরত কা'ব আল আহবার বলেন, যখন কেউ তার পিতামাতার প্রতি খারাপ আচরণ করে, তখন তাকে ত্বরিত শাস্তি দেবার জন্যে আল্লাহ পাক তার আয়ু কমিয়ে দেন। আর যখন কেউ তার পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন, যাতে সে আরও সৎ কাজ করতে পারে এবং সুখ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পারে।

সে বেহেশতে প্রবেশ করবে

আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) কাছে এসে বললো, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা করলে আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে আমাকে দূরে রাখবে।

রাসূল (সা) তাকে বললেন,

আল্লাহর ইবাদত করো,

www.pathagar.com

তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না,
নামাজ কায়েম করো,

যাকাত আদায় করো

এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।

লোকটি চলে যাবার পর রাসূল (সা) বললেন, তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখে তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

প্রতিবেশীর প্রতি আচরণ

আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সমাদর করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। সে যেন অতিথির সমাদর করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণের কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে।

রাসূল (সা) বলেছেন। জিবরাইল (আ) হর-হামেশা প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে আমাকে এতো বেশি অসিয়ত করেন যে, আমার ধারণা হয়ে গেলো অচিরেই প্রতিবেশীকে (নিকটতম আত্মীয়ের মতো) ওয়ারিসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই হাদীস থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রতিবেশীর সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

অন্যায়ের প্রতিবাদ

তারিক ইবনে শিহাব বলেন।

মারওয়ান ঈদের দিন নামাজের আগে খুতবা দেবার বেদয়াতী প্রথার প্রচলন করেন। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো,

খুতবার আগে নামাজ (সম্পন্ন করুন)।

মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সেই নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো।

সাথে সাথে আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) উঠে বললেন,

ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ গর্হিত বা খারাপ কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তি দিয়ে) প্রতিহত করে। যদি তার সেই ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখ [বা কথা] দিয়ে এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে শক্তিও না থাকে তাহলে অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করবে। তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

প্রতিশোধ

আলেকজান্দ্রীয় খৃস্টান পল্লীতে একদিন দারুণভাবে হৈ চৈ পড়ে গেলো।

যীশু খৃস্টের প্রস্তর নির্মিত মূর্তির নাকটা কে যেন ভেঙ্গে ফেলেছে! খৃস্টান পল্লীতে বইছে তাই নিয়ে উত্তাপ হাওয়া। উত্তেজনা আর ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

খৃস্টানদের বিশ্বাস, কোন মুসলমান ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারেনা।

খৃস্টান নেতারা দল বেধে চলে গেলো মিসরের শাসনকর্তা আমরের কাছে। তারা বললো, আপনার ধর্মের কেউ আমাদের যীশু মূর্তির নাকটা কেটে নিয়েছে। আমরা এর সঠিক বিচার চাই।

www.pathagar.com

খৃস্টান নেতাদের কথা শুনে দুঃখিত হলেন আমর। বললেন, এই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। আমি আপনাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর একটি যীশু মূর্তি তৈরির ব্যবস্থা করে দেবো।

খৃস্টান নেতারা জবাবে বললো, না। তাতেও আমাদের ক্ষতি পূরণ হবে না। কেননা, যীশুকে আমরা আল্লাহর পুত্র মনে করি। তার এই অপমানের ক্ষতিপূরণ অর্থ কড়ি দিয়ে সম্ভব নয়।

আমর জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনারা কি চান? কি পেলে আপনারা খুশি হবেন?

নেতারা বললো, আমরা চাই-আপনাদের নবীর একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করে সেটাকেও এমনিভাবে নাক কেটে অপমান করতে।

খৃস্টান নেতাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন আমর।

কিন্তু বিচারক বলে কথা!

তিনি তার ক্রোধ দমন করার জন্যে হঠাৎ উঠে বাইরে গেলেন। তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ-মুখ ভালো করে ধুয়ে একবার শান্ত হয়ে আবার ফিরে এলেন বিচারালয়ে।

থমথমে পরিবেশ!

আমরের চোখে-মুখেও চিন্তা এবং বিস্ময়ের জমাট কুয়াশা।

তিনি ভাবলেন, যে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা) সারা জীবন প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, আজ খৃস্টানরা তাঁরই মূর্তি গড়ে তাঁর উম্মতের সামনে তাঁকে অপমান করতে চায়! এতো বড় স্পর্ধা? এতো বড় সাহস? অসম্ভব! এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না!

আমর গম্ভীর হয়ে আছেন। একটু ভাবলেন। তারপর খৃস্টানদের বিশপকে লক্ষ্য করে তিনি শান্তভাবে বললেন, আপনাদের এই জঘন্য প্রস্তাব ছাড়া ক্ষতিপূরণের আর কি কোনো প্রস্তাব আছে? থাকলে বলুন। আমি সেই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছে। আপনারা যদি মূর্তির নাকের বদলে নাক

www.pathagar.com

কাটতে চান, তাহলে আমাদের যে কোনো একজনের নাক কেটে দিতেও প্রস্তুত আছি। এখন আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত জানান।

আমরের নাকের বদলে নাক কাটার প্রস্তাবে খৃস্টান নেতারা খুশি হয়ে সম্মত হয়ে গেলো। বললো, ঠিক আছে, তাই হোক।

পরদিন সকালে খৃস্টান এবং মুসলমানরা একটি বিরাট ময়দানে উপস্থিত হলো।

উপস্থিত জনতাকে আমর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ খুলে বললেন।

তারপর খৃস্টান বিশপকে লক্ষ্য করে আমর বললেন, আপনাদের যীশু মূর্তির নাক কাটা গেছে। হতে পারে আমার সম্প্রদায়ের যে কেউ এটা করেছে। যেই করুক না কেন, তাতে করে আমার শাসন ব্যবস্থারই দুর্বলতা আর অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা আমি তাদেরকে হয়তো বা সেভাবে গড়ে তুলতে পারিনি। সুতরাং প্রকৃত দোষী আমি। এই নিন তরবারি। আমার নিজের নাক কেটে আপনারা আপনাদের যীশুর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

এই কথা বলেই আমর একটি ধারালো তরবারি বিশপের হাতে তুলে দিলেন।

আমরের কথায় উপস্থিত জনতা হতবাক। অবাক বিস্ময়ে তারা অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পরবর্তী মর্মান্তিক ঘটনাটি দেখার জন্যে।

হাতে তরবারি নিয়ে বিশপ উদ্বেগহীনভাবে নেড়ে-চেড়ে তার ধার পরীক্ষা করছেন। না, ঠিকই আছে। সুতীক্ষ্ম, ধারালো তরবারি।

বিশাল ময়দানটি নীরব-নিশ্চুপ। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই।

এমন সময়, সেই ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ করে খুব দ্রুত জনাকীর্ণ ময়দানে উপস্থিত হলেন একজন মুসলিম সৈনিক।

দুঃসাহসী সৈনিকটি চিৎকার করে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি-এই আমিই নিজের হাতে যীশু মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। বিশ্বাস না হলে দেখুন, এই আমার হাতেই রয়েছে সেই ভাঙ্গা নাকটি। সুতরাং প্রকৃত

www.pathagar.com

অপরাধী আমি। শাস্তিটা আমারই প্রাপ্য। আমার নাক কেটে আপনাদের অপমানের প্রতিশোধ নিন।

অকম্পিত সৈনিকটি বুক টান করে এবার বিশপের চকচকে তরবারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, কাটুন! আমার নাক কেটে ক্ষতিপূরণ আদায় করুন।

ময়দানে আবারও নীরবতার কালো আঁধার নেমে এলো। সবাই তাকিয়ে আছে বিশপের তরবারির দিকে। না জানি, হঠাৎ কখন মাত্র একটা আঘাতে সৈনিকটির নাক কেটে ফেলেন বিশপ।

সেই ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে কম্পিত এবং শংকিত বুকে।

কিন্তু, না!

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বিশপ হাতের তরবারিটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মুহূর্তেই।

তারপর চিৎকার করে বললেন ঃ

যীশু খৃষ্টের অপমানে আমরা দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি এ কথা সত্য। কিন্তু যে নবীর (সা) মহান আদর্শে এমন মহৎ হৃদয় ও ন্যায় পরায়ণ শাসক এবং সৈনিকের সৃষ্টি হতে পারে, সেই নবীর (সা) প্রতি আমি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আর সেই সৈনিক এবং সেনাপতি শাসককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। অসম্ভব! প্রতিশোধের জন্যে আমি এমন মহৎ, সত্যবাদী এবং ন্যায় বিচারক কিংবা তাঁর সৈনিকের নাক কেটে অঙ্গহানি করতে পারবো না। করলে সেটা হবে আমার জন্যে চরম অন্যায়।

এই কথা বলেই বিশপ প্রশান্ত হৃদয়ে ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

জাহান্নাম ও জান্নাতের বিতর্ক

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সা) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম (কিয়ামতের দিন) বিতর্কে লিপ্ত হবে।

জান্নাত বলবে, আমার এ কি দশা যে, মানব সমাজের দুর্বল ও পতিত লোক ছাড়া আর কেউ আমার ভেতরে প্রবেশ করে না!

আর জাহান্নাম বলবে, আমার কি ভাগ্য! যতোসব স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারীদের জন্যে আমাকে কেবল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

জান্নাত ও জাহান্নামের এই বিতর্ক মীমাংসার জন্যে আল্লাহ পাক সে দিন তাদেরকে বললেব ঃ

হে জান্নাত! তুমি আমার রহমতের প্রতীক। আমি যাকে ইচ্ছা করি, তাকে তোমার মাধ্যমে রহমত দিয়ে থাকি।

তারপর আল্লাহ পাক জাহান্নামকে বলবেন ঃ

হে জাহান্নাম! তুমি আমার আজাবের প্রতীক। আমি যাকে ইচ্ছা করি তোমাকে দিয়ে আমি তাকে আজাব দিয়ে থাকি।

তবে তোমাদের উভয়কেই কানায় কানায় পূর্ণ করা হবে।

www.pathagar.com

অহংকার পতনের মূল

অহংকার পতনের মূল।

শুধু পতন কেন, চরম সর্বনাশের মূল।

অহংকারী মানুষের দুনিয়াতে যেমন আছে সীমাহীন অপমান আর লাঞ্ছনা, ঠিক তেমনি আখেরাতেও রয়েছে তার জন্যে ভয়াবহ-কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। অহংকারী মানুষ জাহান্নামের আগুনে কেবলই পুড়তে থাকবে।

অহংকারীর জন্যে দুনিয়ার শাস্তিটাও কোনো অংশে কম নয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস আছে। হযরত সালমা ইবন আল-আকওয়া বলেন ঃ

একবার এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) সামনে বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিলো।

রাসূল (সা) তাকে বললেন, ডান হাত দিয়ে খাও।

লোকটি বললো, আমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারিনে।

তার জবাব শুনে রাসূল (সা) বললেন, তুমি যেন আর কখনো না পারো।

তারপর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা) বললেন, তার ডান হাত দিয়ে খেতে না পারার কারণ অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর থেকে সত্যি সত্যিই সে লোকটি আর কখনো মুখের কাছে হাত উঠাতে সক্ষম হয়নি।

অহংকারের পরিণাম এমন ভয়ংকরই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মায়ের খুশিতেই আল্লাহ খুশি

ইমাম তাবারানী ও ইমাম আহমাদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলের (সা) যুগে আলকামা নামে এক ব্যক্তি মদীনায় বাস করতো।

আলকামা ছিলো দারুণ ধার্মিক এ দীনদার। নামাজ রোযা এবং সাদকার মাধ্যমে যে সব সময় আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতো।

একবার আলকামা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো।

তার স্ত্রী জলদি করে রাসূলের (সা) কাছে খবর পাঠালো যে, আমার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ। হে রাসূল! আমি আপনাকে তার এই করুণ অবস্থা জানানো জরুরি বলে মনে করছি।

খবরটি পাবার সাথে সাথে রাসূল (সা) হযরত আম্মার, সুহাইব ও বিলালকে (রা) আলকামার কাছে পাঠালেন। তাদেরকে রাসূল (সা) বলে দিলেন, তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে কলেমায়ে শাহাদাত পড়াও।

রাসূলের (সা) নির্দেশে তিনজন সাহাবী আলকামার কাছে গেলেন। দেখলেন, তার প্রায় শেষ অবস্থা। তাঁরা আলকামাকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই কলেমা উচ্চারণ করতে পারছেনা। ব্যর্থ হয়ে অগত্যা তাঁরা রাসূলের (সা) কাছে খবর পাঠালেন যে, আলকামার মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছে না।

যে ব্যক্তি রাসূলের (সা) কাছে এই খবরটি নিয়ে গিয়েছিলো, রাসূল (সা) তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আলকামার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি বেঁচে আছে?

লোকটি বললো, হ্যাঁ, আছে। তার কেবল বৃদ্ধা মা বেঁচে আছে।

রাসূল (সা) বললেন, তুমি এখুনিই আলকামার মায়ের কাছে চলে যাও। গিয়ে তার মাকে বলো, তুমি যদি রাসূলের (সা) কাছে যেতে পারো তবে চলো। তা না হলে অপেক্ষা করো। রাসূল (সা) নিজেই এসে তোমার সাথে সাক্ষাত করবেন।

www.pathagar.com

লোকটি আলকামার মায়ের কাছে চলে এলো খুব দ্রুত। তারপর রাসূল (সা) তাকে যা যা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা সবই বললো।

সবকিছু শুনে আলকামার মা বললেন, রাসূলের জন্যে আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। তাঁর আসার দরকার নেই। আমিই বরং যাচ্ছি।

দেরি না করে বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাসূলের (সা) কাছে এলেন। সালাম জানালেন।

রাসূল (সা) সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলকামার মা, আপনি আমাকে সত্য কথা বলবেন। আর যদি মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহর কাছ থেকে আমার কাছে ওহী আসবে। এবার বলুন তো আপনার ছেলে আলকামার স্বভাব চরিত্র কেমন ছিলো?

বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আকলামা প্রচুর পরিমাণে নামাজ, রোযা ও সদকা আদায় করতো।

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রতি আপনার ধারণা কি?

বৃদ্ধা বললেন, আমি তার প্রতি নাখোশ হয়ে আছি।

কেন?

বৃদ্ধা বললেন, সে তার স্ত্রীকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিতো এবং আমার আদেশ অমান্য করতো।

রাসূল (সা) বললেন, মায়ের অসন্তোষের কারণে কলেমা উচ্চারণে আলকামার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

এরপর আকলামার মায়ের সামনে হযরত বিলালকে রাসূল (সা) বললেন, হে বিলাল, যাও। আমার জন্যে প্রচুর পরিমাণে কাঠ যোগাড় করে আনো।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাঠ দিয়ে আপনি কি করবেন?

রাসূল (সা) বললেন, আমি আপনার ছেলেকে আপনার সামনেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবো।

ভয়ে কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধা। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সামনেই আমার ছেলেকে আগুনে পোড়াবেন? আমি মা হয়ে তা কি করে সহ্য করবো?

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বললেন, হে আলকামার মা! আল্লাহর আযাব এর চেয়েও বড় কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান যে আল্লাহ আপনার ছেলেকে মাফ করে দিক, তা হলে আপনি তাকে এখুনিই মাফ করে দিন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তা না হলে আল্লাহর কসম! যতোক্ষণ আপনি আপনার ছেলের ওপর নাখোশ এবং অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততোক্ষণ আলকামার নামাজ, রোযা এবং সদকা দিয়ে তার কোনো লাভ হবে না।

রাসূলের (সা) কথা শুনে শিউরে উঠলেন আলকামার বৃদ্ধা মা। বললেন, হে রাসূল! আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং এখানে যে সকল মুসলমান উপস্থিত আছেন, তাদেরকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি আমার ছেলের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি এবং আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি।

বৃদ্ধার কথা শোনার পর রাসূল (সা) হযরত বিলালকে (রা) বললেন, এবার তুমি আলকামার কাছে যাও। দেখো, সে কলেমা বলতে পারে কিনা। কেননা আমার মনে হয়, আলকামার মা আমার কাছে কোন লাজ-লজ্জা না রেখে সত্য কথাই বলেছেন।

রাসূলের (সা) নির্দেশ পেয়ে হযরত বিলাল (রা) আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আলকামার কাছে গেলেন। তিনি আলকামার বাড়িতে পৌঁছুতেই শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর থেকে আলকামা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছে-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'....।

হযরত বিলাল (রা) আলকামার ঘরে প্রবেশ করে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা শুনে রাখো। আলকামার মা তার ছেলের ওপর অসন্তুষ্ট থাকার কারণে সে প্রথমে কলেমা উচ্চারণ করতে পারেনি। পরে যখন তার বৃদ্ধা মা তাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তখনই আলকামার জিহবা কলেমা উচ্চারণে সক্ষম হয়েছে।

সে দিনই মারা গেলো আলকামা।

আলকামার মৃত্যুর পর রাসূল (সা) নিজে উপস্থিত হয়ে তার গোসল ও কাফনের নির্দেশ দেন। তিনি জানাজার নামাজ পড়ান এবং দাফনে শরীক হন।

www.pathagar.com

তারপর আলকামার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) বললেন, হে আনসার ও মুহাজিরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত! আল্লাহ তার পক্ষে কোনো সুপারিশ কবুল করবেন না। কেবল তাওবা করে ও মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করলেই রক্ষা পাওয়া যাবে। মনে রাখবে, মায়ের সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তোষ এবং মায়ের অসন্তোষেই আল্লাহ পাকের অসন্তোষ।

মুমিন এবং মুনাফিকের উদাহরণ

সহীহ বুখারীতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে,

একজন মুমিনের উদাহরণ হলো, যেমন শস্য ক্ষেতের কোমল চারাগাছ। যাকে ঝড়-তুফান একবার এদিকে আর একবার ওদিকে আর একবার ওদিকে দোলায়। আবার সেই চারাগাছ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কখনো উপড়ে যায় না।

আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো, যেমন বিরাটকায় বৃক্ষ। সে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেও ঝড়ে সমূলে উপড়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালবাসেন এবং যার কল্যাণ চান, অনেক সময় তাকে বিপদ মুসিবতে ফেলে সাময়িকভাবে পরীক্ষা করে থাকেন।

অভিশপ্ত পাঁচ ব্যক্তি

রাসূল (সা) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যাম্ভাবী। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ওপর তা দুনিয়াতেই কার্যকর করবেন। তা না হলে তিনি তা আখিরাতে কার্যকর করবেন।

সেই অভিশপ্ত পাঁচ ব্যক্তিরা হলো ঃ

১. কোন জাতির শাসক। যে তার অধিনস্থ প্রজাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায় করে নেয়, কিন্তু তাদের ওপর সুবিচার ও ইনসাফ করে না এবং তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার ও অবিচার থেকে রক্ষা করে না।

www.pathagar.com

২. এমন দলনেতা, গোত্রপতি ও জাতীয় নেতা। সবাই যাকে আনুগত্য করে। যার নির্দেশ সবাই মেনে চলে। অথচ সেই নেতা সবল ও দুর্বলের সাথে সমান আচরণ করে না। নিজের খেয়াল খুশি মতো কথা বলে এবং তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করে।

৩. যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয় না এবং তাদেরকে ইনসাফের বিধান শিক্ষা দেয় না।

৪. যে ব্যক্তি নিজের কর্মচারীর কাছ থেকে আপন প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেয়, কিন্তু তার কর্মচারীর প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা মজুরি পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেয় না।

৫. যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে এবং তার ওপর অন্যায়ভাবে জুলুম ও অত্যাচার চালায়।

আল্লাহ যখন সর্ব প্রথম তাঁর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন, তখন তারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ! আপনি কার সাথে থাকেন?

আল্লাহ পাক জবাব দিলেন, আমি মজলুমের সাথে থাকি। যতোক্ষণ তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়া না হয়।

যেমন বীজ তেমন ফল

আল্লাহ পাক হযরত দাউদকে (আ) বলেছিলেন ঃ

হে দাউদ! এতিমের জন্যে দরদী পিতার মতো হয়ে যাও। আর বিধবাদের জন্যে স্নেহময় স্বামীর মতো হয়ে যাও। জেনে রেখো, যেমন বীজ তুমি বপন করবে, তেমনি ফল পাবে। অর্থাৎ তুমি অন্যের সাথে যেমন আচরণ করবে, তোমার মৃত্যুর পর তোমার এতিম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীর সাথেও তেমনি আচরণ করা হবে। হযরত দাউদ (আ) মুনাজাতে বলেছিলেন ঃ

হে আমার মালিক! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে এতিম ও বিধবাকে সাহায্য করে, তার প্রতিদান কেমন হবে? আল্লাহ পাক জবাবে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে দিন তাকে আমি আরশের ছায়ার নিচে রাখবো।

www.pathagar.com

মদখোরের শাস্তি

উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে এক যুবক কাঁদতে কাদতে ছুটে এসে বললো ঃ

হে আমিরুল মুমিনীন! আমি কবর খুঁড়ে মৃতদের কাফন চুরি করতাম। একটি কবর খুঁড়ে দেখি, তার ভেতর শায়িত মানুষটি শুয়োরের আকৃতি ধারণ করে রয়েছে। আমি তাকে দেখেই ঘাবড়ে গেলাম। ভয়ে কবরটি ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে উদ্যত হলাম। এমন সময়ে গায়েবী আওয়াজ এলো ঃ

তুমি তো চলে যাচ্ছো। এই লোকটাকে কেন শুয়োরে পরিণত করা হয়েছে, তা কি তুমি জানো?

আমি বললাম, না।

আমাকে তখন বলা হলো, ঐ লোকটি মদ খেতো এবং তওবা না করেই মারা গেছে। তাকে এই অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত আজাব ভোগ করতে হবে।

হাদীসে আছে, মদখোরদেরকে দোজখের প্রহরীরা পুলসিরাতের ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে দোজখে যে নোংরা পানীয় পান করতে দেয়া হবে, সেই পানীয় আকাশের ওপর পতিত হলে তার উত্তাপে গোটা আকাশ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতো।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি মদ পান করবে, জাহান্নামে আল্লাহ তাকে এমন এক মারাত্মক বিষ পান করাবেন যে, সেই বিষের পেয়ালা মুখের কাছে নেয়া মাত্রই এবং সেই বিষ পান করার আগেই ঐ পেয়ালার ভেতর তার মুখের গোশত খসে পড়বে। আর সেই বিষ পান করার পর তার দেহের সমস্ত গোশত ও চামড়া খসে পড়ে যাবে। তার দুর্গন্ধে সমগ্র জাহান্নামবাসী যন্ত্রণা ভোগ করবে।
রাসূল (সা) বলেন, মনে রেখো॥ মদ পানকারী, মদ উৎপাদনকারী,

www.pathagar.com

পরিবহন ও সরবরাহকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং এর বিক্রয় মূল্য ভোগকারী॥ সকলেই এই পাপের সমান অংশীদার। তাদের রোযা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তওবা না করে। আর তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাকে প্রতি ঢোক মদ পানের বিনিময়ে জাহান্নামের অধিবাসীদের রক্ত-পুঁজ পান করাবেন।

রাসূল (সা) বলেন, মনে রেখো, যে কোনো নেশাকর ও মাদক দ্রব্য মদ হিসেবে গণ্য এবং মদ মাত্রই হারাম।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া খুবই খারাপ কাজ।

হাদীসে বলা হয়েছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শিরকের সমান।

যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তারা চারটি বড় বড় গুনাহের সাথে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। সে চারটি গুনাহ হলো ঃ

১. সে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা আল মুমিনে স্পষ্টভাবে আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়ী মিথ্যাবাদীকে হেদায়াত করেন না।

২. সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তার ওপর জুলুম করে। কেননা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে তার জান-মাল অথবা সম্মানের ক্ষতি সাধন করে।

৩. সে যার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তার ওপরও জুলুম করে। কেননা, সে তারই জন্যে হারাম সম্পদ ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। ফলে অবৈধ সম্পদ ভোগকারী ব্যক্তির জন্যে জাহান্নাম নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

রাসূল (সা) বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রভাবে আমি যদি কাউকে অন্য কোনো মুমিন ভাইয়ের সম্পদ দেবার নির্দেশ দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, ঐ সম্পদ তার জন্যে জাহান্নামের আগুনের টুকরো।

৪. সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটা নিষিদ্ধ সম্পদ, প্রাণ বা সম্ভ্রমের ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ করে দেয়।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

আমি কি তোমাদেরকে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ কি কি তা বলবো না? শোনো তা হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা,

২. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া,

৩. আর সাবধান! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সাবধান মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

'মিথ্যা সাক্ষ্য' দেবার কথাটি রাসূল (সা) অনেকবার পুনরাবৃত্তি করেন।

ছোটো-খাটো কিংবা বড়, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া উচিত নয়। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ওপর আল্লাহর লানত এবং গজব নেমে আসে।

শয়তানের নোংরা কাজ

মহান আল্লাহ পাক সূরা আল মায়েদায় বলেন ঃ

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, দেবতার নামে বেদীতে বলি দেয়া এবং লটারি দ্বারা ভাগ্য গণনা করা শয়তানের নোংরা কাজ। এ সব থেকে দূরে থাকো। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। মদ ও জুয়ার মধ্য দিয়ে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তোমরা কি বিরত থাকবে?"

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

দাবা, পাশা ও অন্যান্য অলসতা সৃষ্টিকারী খেলায় নিমগ্ন লোকদের কাছ দিয়ে যাবার সময় সালাম দিও না। কেননা, তারা যখন খেলায় মত্ত থাকে-তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে তাদের মধ্যে সমবেত হয়। যখনই কেউ খেলা ছেড়ে চলে যায়, শয়তান তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, শয়তান ও তার দলবল তাকে ঘৃণা করে। দাবাড়ুরা খেলা শেষে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যায়, তখন তারা মরা জন্তুর লাশ খেয়ে পেট ভরা কুকুরের মতো চলে যায়।

www.pathagar.com

পুরস্কার এবং শাস্তি

এতিমের প্রতি ভাল ব্যবহার করার পুরস্কার এবং মন্দ ব্যবহারের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রথমে বলি পুরস্কারের কথা।

রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান এতিম শিশুকে নিজের খাবারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং এতিমকে আল্লাহ পাক সচ্ছল ও স্বাবলম্বী না করা পর্যন্ত এভাবে আগলে রাখে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবধারিত করবেন। তবে ক্ষমার অযোগ্য কোনো গুনাহ করলে তার কথা স্বতন্ত্র।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

আল্লাহ ছাড়া যে এতিমের মাথায় হাত বুলাবার মতো আর কেউ নেই, সেই এতিমের মাথায় যে হাত বুলায়, তার হাতের পরশ পাওয়া প্রতিটি চুলের বদলায় সে এক একটি পুণ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো এতিমের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, সে আর আমি এভাবে (একত্রে) জান্নাতে থাকবো।

এবার শাস্তির কথা।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোককে দেখলাম, যাদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে অপর কতক লোক।

যারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা ঐ লোকদের মুখের চোয়াল খুলে হা করাচ্ছে। আর অপর কয়েকজন জাহান্নাম থেকে আস্ত আস্ত পাথরের টুকরো এনে তাদের গলায় ঢুকাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরগুলো তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা?

www.pathagar.com

তিনি বললেন, যারা এতিমের সম্পত্তি আত্মসাত করে তারা। তারা কেবল আগুনই খেয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন।

রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কিছু লোককে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, তাদের পেট থেকে আগুন বেরুবে এবং তাদের মুখ থেকে আগুনের উদগীরণ হবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে রাসূল (সা)! এরা কারা?

রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তায়ালার এ কথাটি তুমি পড়নি যে, যারা এতিমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাত করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করে না?

ইমাম সুদ্দী (রহ) বলেছেন, অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পত্তি আত্মসাতকারী যখন কিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে, তখন তার মুখ, নাক, কান ও চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে থাকবে। তাকে যেই দেখবে সে চিনতে পারবে যে, এ ব্যক্তি এতিমের ধন-সম্পত্তি গ্রাসকারী।

রাবেয়ার লজ্জা

হযরত রাবেয়া বসরীকে অনেক সময়ই ছিন্ন বসনে দেখা যেতো।

একদিন বসরার একজন অভিজাত লোক সে কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলো। রাবেয়ার কাছে এসে বললো, মা আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা আপনার সকল অভাব দূর করতে পারলে কৃতজ্ঞবোধ করবে।

রাবেয়া উত্তরে বললেন, হে আমার পুত্র, বাইরের লোকের কাছে আমার অভাবের কথা বলতে লজ্জাবোধ করি। সমগ্র দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। আমি যদি অভাববোধ করি, তাহলে এটা দূর করার জন্যে আল্লাহকেই আমি বলবো।

www.pathagar.com

সবচেয়ে ভাল বাড়ি

ইসলামের তখন একেবারেই প্রাথমিক যুগ।

সে সময়ের একজন মহাপুরুষের জীবনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঘটনাটি তার মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেন ঃ

আমি প্রথম যৌবনে মদ্যপান ও নানা ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম। এই সময়ে একদিন পথের পাশে একটি অসহায় এতিম বালককে দেখতে পেলাম। আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। তাকে নিজের ছেলের মতো আদর-যত্ন করে গোসল করিয়ে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলাম। তারপর তাকে পেট ভরে খাওয়ালাম।

দিন গেলো।

রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আমাকে হিসাব-নিকাশের জন্যে ডাকা হয়েছে।

হিসাব-নিকাশের পর আমার পাপ কাজের জন্যে শাস্তি স্বরূপ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলো।

যখন জাহান্নামের ফেরেশতারা আমাকে চরম লাঞ্ছিত ও অসহায় অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্যে টানা-হেঁচড়া শুরু করেছে, তখন সহসা দেখি॥ সেই এতিম বালকটি সামনে এসে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সে বললো, হে ফেরেশতাগণ! ওকে ছেড়ে দাও। আমি আমার আল্লাহর কাছে ওর জন্যে সুপারিশ করবো। কারণ উনি আমার অনেক উপকার করেছেন।

ফেরেশতারা বললেন, এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি।

এই সময় হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়াজ ভেসে এলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন, হে ফেরেশতারা! তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, সে এতিমের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। আর এই জন্যে আমি ঐ এতিমকে তার জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছি।

লোকটি বললো, এই সময়ে আমার ঘুমটা ভেঙে গেলো। আর ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আমি তওবা করলাম। তওবা করলাম॥ যে সকল পাপ কাজ

www.pathagar.com

করতাম, সেই পাপাচার থেকে। তারপর থেকে আমি এতিমদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলাম।

আনাস (রা) বলেন, যে বাড়িতে এতিমদের সেবা-যত্ন নেয়া হয়, সেই বাড়িই শ্রেষ্ঠ। আর যে বাড়িতে কোনো এতিমের ওপর জুলুম-উৎপীড়ন চলে, সে বাড়িটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি। আর যে ব্যক্তি কোনো অসহায় এতিম বা বিধবার উপকার ও সেবা করে-সে আল্লাহ তায়ালার কাছে খুবই প্রিয় হয়ে যায়।

সুতরাং অসহায় এতিম এবং বিধবাদের ওপর আমাদের সকলের ভাল ব্যবহার করা উচিত। তাদেরকে সেবা-যত্ন এবং সাধ্য মতো সাহায্য-সহযোগিতা করা একান্ত জরুরি।

খলিফার নির্দেশ

উমর বিন আবদুল আজিজ।

খলিফা নির্বাচিত হবার পর প্রাসাদের দিকে চলেছেন।

রাস্তার দুই ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যের দল।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?

উত্তর এলো, এরা আপনার দেহরক্ষী সৈন্য।

খলিফা বললেন, এদেরকে পাঠাও। বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দাও। আমার জন্যে কোনো দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। জনগণের ভালবাসাই আমার জন্যে উত্তম প্রতিরক্ষা।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সেখানে আটশো দাস তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

খলিফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা?

তাঁকে জানানো হলো, এরা দাস। খলিফার সেবার জন্যেই তারা নিযুক্ত।

খলিফা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, এদের মুক্ত করে দিন। আমার সেবার জন্যে আমার স্ত্রীই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী খলিফার নির্দেশ পালন করলেন।

www.pathagar.com

পাহাড়টি সোনা হয়ে যাক

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলের (সা) সঙ্গে আমি ছিলাম। তিনি উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পছন্দ করি না এই পাহাড়টি সোনা হয়ে যাক এবং এর মধ্য থেকে একটি দিনারও (স্বর্ণ মুদ্রা) আমার কাছে তিন দিনের বেশি থাকুক। সেই দিনার ব্যতীত, যা দিয়ে আমি ঋণ আদায় করতে চাই। তারপর তিনি বললেন, যাদের বেশি আছে-তারা বেশি অভাবী কিন্তু যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন তারা ছাড়া।

অচিরেই জানতে পারবে

এক দরবেশ একদিন জুলুমবাজ সরকারি আমলাদের এক সহযোগিকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলেন।

দরবেশ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর পর তুমি এখন কেমন আছো?

লোকটি বললো, অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছি। প্রতিনিয়ত আল্লাহর আযাব ভোগ করছি। সেই আযাবের কষ্ট-ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক!

দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জুলুমবাজ সরকারি আমলা বন্ধুরা এখন কোথায় আছে?

সে জবাব দিলো, তাদের অবস্থা আমার চেয়েও ভয়ংকর।

তারপর লোকটি দরবেশকে বললো, আপনি কি এই আয়াতটি পড়েননি যে, জালিমরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের কি পরিণতি হয়।

www.pathagar.com

তিনিও ঘুমান না

একজন আরবীয় কবি বলেছেন, ক্ষমতা থাকলেই জুলুম করো না। জুলুমের পরিণাম অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। জুলুম করার পর তুমিতো সুখে ঘুমাও কিন্তু মজলুমের চোখে কখনো ঘুম আসে না। সে সারা রাত তোমার ওপর বদ দোয়া করে যেতে থাকে এবং আল্লাহ্ পাকও সেই মজলুমের বুক ফাটা আর্তি শোনেন।

কেননা তিনিও ঘুমান না।

দুর্বলদের ওপর জুলুম করো না। তাহলে তারা একদিন চরম ক্ষতিকর শক্তিমান গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। কথাটি বলেছেন জনৈক মনীষী।

ক্ষমা চাওয়া জরুরি

সহীহ্ আল বুখারী ও জামেআত তিরমিযীতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কেউ যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মানহানি কিংবা কোন জিনিসের ক্ষতি করে থাকে, তবে আজই সেই ভয়াবহ দিন আসার আগেই তার কাছ থেকে তা বৈধ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ ক্ষমা চেয়ে নেয়া জরুরি। কেননা সে দিন টাকাকড়ি দিয়ে কোন প্রতিকার করা যাবে না। বরং তার কাছে কোন নেক আমল থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ হিসেবে মজলুমকে সেই নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে এবং তার কোন অসৎ কাজ না থাকলেও সেই মজলুমের অসৎ কাজ তার ওপর চাপানো হবে।

রাসূল আরও বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের ওপর জুলুম করো না।

www.pathagar.com

তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না

তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

হযরত আবু যার বললেন, 'হে রাসূল (সা)! তারা কারা? তাহলে তো তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগ্য!'

রাসূল (সা) জবাবে বললেন, '১. যে ব্যক্তি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় পরে, ২. যে দান বা উপকার করে তার খোঁটা দেয় এবং ৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার জিনিসপত্র বিক্রি করে'।

মিথ্যা শপথ করে জিনিস বিক্রি করা খুবই অন্যায় কাজ। দেশী জিনিসকে বিদেশী বলে, কিংবা খারাপ জিনিসকে ভালো বলে শপথ করে অধিক দামে বিক্রি করা একটি জঘন্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ।

যদি গাছের একটি ডালও হয়

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলের (সা) কাছে বসেছিলাম। রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন, 'যে ব্যক্তি নিজের শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, সে নিজের জন্যে জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম করে ফেলে'।

এক ব্যক্তি বললো, হে রাসূল (সা)! যদি তা খুব নগণ্য এবং সামান্য জিনিস হয় তবুও?'

রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ। যদি গাছের একটি ডালও হয়, তবুও'।

হাদীসটি সহীহ মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে।

মিথ্যা শপথ করা মহা পাপ।

রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য নয় জেনেও কোন জিনিসের দাবিতে মিথ্যা শপথ করে, সে আখিরাতে আল্লাহকে রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাবে'।

www.pathagar.com

নয়টি পুরস্কার

যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করবে এবং সর্বদা এভাবে চলতে থাকবে, আল্লাহ তাকে নয়টি পুরস্কার দান করবেন।

সেই নয়টি পুরস্কার হলো ঃ আল্লাহ তাকে মহব্বত করবেন। তার দেহ সুস্থ থাকবে। ফেরেশতাগণ তাকে হেফাজত করবেন। তার ঘরে বরকত নাজিল হবে। তার চেহারায় নেক লোকদের নিশানী দেখা যাবে। আল্লাহ তার হৃদয়কে কোমল করে দেবেন। সে চমকদার বিজলীর মতো পুলসিরাত পার হবে। আল্লাহ তাকে এমন লোকদের প্রতিবেশী করবেন, যাদের জন্যে কোনো ভয়-ভীতি নেই।

অহংকারীর শাস্তি

সূরা লুকমানে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

মানুষের প্রতি ভেংচি দিয়ো না। ভ্রূকুটি করো না এবং জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না। আল্লাহ পাক কোনো অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। মানুষ তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লাঞ্ছনা আর অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের 'বোনাস' নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মাথার ওপর জাহান্নামের আগুন জ্বলতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামবাসীর মলমূত্র, ঘাম, কাশি ইত্যাদি খেতে দেয়া হবে।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার আছে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

www.pathagar.com

মায়ের প্রতি ভালবাসা

এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি আমার ভালো ব্যবহার পাবার সবচেয়ে অধিকারী?

রাসূল (সা) বললেন, তোমার মা।

সে বললো, তারপর কে?

রাসূল (সা) বললেন, তোমার মা।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে?

রাসূল (সা) পুনরায় বললেন, তোমার মা।

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে?

রাসূল (সা) বললেন, তোমার পিতা। তারপর পর্যায়ক্রমে তোমার আপন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।

একবার হযরত ইবনে উমর (রা) দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি তার মাকে নিজের কাঁধের ওপর বহন করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করছে।

ইবনে উমরকে (রা) দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মনে করেন যে, এভাবে আমি মাকে নিজের কাঁধে বহন করে তাওয়াফ করার মাধ্যমে তাঁর কিছু ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি?

ইবনে উমর (রা) জবাবে বললেন, কক্ষনো না। এমনকি তোমাকে পেটে বহন করে যতোগুলো দিন তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন, তার একটি দিনেরও ঋণ শোধ করতে পারোনি। তবে তুমি যেটুকু করেছো, ভালোই করেছো। আল্লাহ তোমাকে এই অল্প কাজে বেশি প্রতিদান দেবেন।

www.pathagar.com

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত।

রাসূল (সা) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। কোনো বান্দাহ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার প্রতিবেশীর জন্যেও তাই পছন্দ না করে।

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত।

রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অভুক্তকে খাওয়ানো এবং সালাম দেয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত।

এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো?

রাসূল (সা) বললেন, অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া সবচেয়ে ভালো কাজ।

জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি।

তিনি বলেছেন, যার জিহবা এবং হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন হাদীসের আলোকে

কিশোর গল্প

মোশাররফ হোসেন খান

রহমত পাবলিকেশন্স, ঢাকা